যুগান্তর

তারিখ 20 SEP 2007
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৭

৪২ শিক্ষা

শিবগঞ্জে স্কুল শিক্ষক সমিতির বিরুদ্ধে দেড় কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগ

শিবগঞ্জ প্রতিনিধি

শিবগঞ্জ প্রাথমিক স্কুল শিক্ষক সমিতির বিরুদ্ধে প্রায় দেড় কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগ করেছেন অপর এক শিক্ষক মোঃ শওকত ওসমান। তার লিখিত অভিযোগে উল্লেখ করা হয়েছে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সমিতিভুক্ত প্রায় ৬শ' শিক্ষকের কাছ থেকে প্রতি বছর তিন কিস্তিতে ৬০' টাকা হিসেবে চাঁদা আদায় হয়েছে ১৭ বছরে প্রায় ৬ লাখ ৮ হাজার টাকা। পরীক্ষার প্রশ্নপত্র তৈরির জন্য ১৭ বছরে উদ্বৃত্ত ১২ লাখ ৭৫ হাজার টাকা। ১৮ বছরে ৭টি দোকান ঘর ভাড়া থেকে ৫ লাখ ৭১ হাজার ২০০ টাকা সমিতিতে জমা হওয়ার কথা। ওই টাকা দিয়ে আরও ১০টি দোকান ঘর নির্মাণ করা যেত। সমিতির কর্তাব্যক্তিরা শিক্ষক বদলির জন্য নগদ নারায়ণ হিসেবে ৬০ শিক্ষকের কাছ থেকে ১৭ বছরে সমিতির নামে আদায় করেছে প্রায় ৮১ লাখ ৬০ হাজার টাকা। সমিতির কর্তাব্যক্তিরা শিক্ষকদের টাইম স্কেল-ইবি-ক্রস খাত থেকে ১৫০ জন শিক্ষকের কাছ থেকে সেলামি বাবদ পেয়েছে ১৭ বছরে প্রায় ১২ লাখ টাকা। অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকদের অবসর ভাতা চালু করার জন্য সমিতির অলিখিত সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রতি শিক্ষকের কাছ থেকে এককালীন ৭ হাজার টাকা হিসেবে ১৭ বছরে চাঁদা আদায় করেছে সমিতির কর্তাব্যক্তিরা। পুরাতন বই বিক্রি বাবদ সমিতিতে প্রায় ৪ লাখ টাকা জমা হওয়ার কথা থাকলেও হদিস নেই ওই টাকার। পূর্ত মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিদ্যালয় মেরামত বাবদ বরাদ্দকৃত অর্থের ভ্যাট বাদে অতিরিক্ত ১০% হিসেবে প্রায় সাড়ে ৮ লাখ টাকা সমিতির ফান্ডে থাকার কথা। কিন্তু এ টাকারও কোন হদিস নেই। অভিযোগপত্রে আরও উল্লেখ করা হয়েছে উপজেলার দুটিমাত্র কিছু বিদ্যালয়ে কাব কার্যক্রম চালু থাকলেও সমিতির ওই প্রধান কর্তারা পরীক্ষার সময় ছাত্র প্রতি ১ টাকা করে আদায় করে। বিগত ১৩ বছরে যার পরিমাণ প্রায় সোয়া ৫ লাখ টাকা হবে এবং এ টাকা তারা আত্মসাৎ করেছে। মোঃ শওকত ওসমান তার অভিযোগে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন, শিক্ষক সমিতির কোন পদে না থেকেও বালিয়াদিঘী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোঃ হাসান ১৯৮৭ সাল থেকে শিক্ষানীতি ও নির্দেশকে বৃদ্ধাঙ্গুলী দেখিয়ে মাসে এক-তৃতীয়াংশ দিন বিদ্যালয়ের দায়িত্ব পালন করেন। বাকি দিনগুলো তিনি শিক্ষকদের বদলি বাণিজ্য, ব্যক্তিগত ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়েই সার্বক্ষণিক ব্যস্ত থাকেন। সাবেক সংসদ সদস্য সাধারণ শিক্ষকদের কল্যাণার্থে শিক্ষক সমিতিকে ৪/৫ টন চাল ও কোন কোন সময় নগদ ৫০ হাজার টাকা প্রদান করলেও সমিতির আয়-ব্যয়ের খাতায় এসব ঠাঁই পায়নি। শিক্ষক সমিতি কর্তৃক অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকদের (দুই বছর পর পর) সংবর্ধনার আয়োজনে শিক্ষক প্রতি অল্পকিছু টাকা পরিমাণ খরচ করলেও খাতাপত্রে তা লেখা হয় বেশি। মোঃ শওকত ওসমান তার লিখিত অভিযোগপত্রটি সংশ্লিষ্ট বিভাগের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ ছাড়াও প্রশাসনিক কর্মকর্তা, চাঁপাইনবাবগঞ্জ যৌথ বাহিনী ও বিভিন্ন পত্রিকা অফিস এবং প্রতিনিধিদের কাছে প্রেরণ করেছেন।